১১. সরকারী প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্য

সরকারী অফিসের উচ্চ পর্যায়ের অনেক কাজ ও সিদ্ধান্ত-সংক্রান্ত তথ্য সাধারণ জনগণের জানতে ইচ্ছে হয়। নমুনা সরূপ তার কয়েকটি নীচে তুলে দেয়া হ'ল:

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও-ভুক্ত হতে কি কি শর্ত পূরণ করতে হয়?
- কোন কোন খাতে বাংলাদেশ বৈদেশিক সহায়তা পেয়ে থাকে?
- সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন গত ৮ বছর যাবৎ হচ্ছে না কেন?
- কোন সদস্য কতদিন সংসদ অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন?
- বিচারপতিদের কি আয়কর প্রদান করতে হয় ?

এসব প্রশ্নের উত্তর আমরা কিভাবে পেতে পারি?

এ ধরনের প্রশ্ন জনগণের মনে উদয় হলেও এসবের উত্তর তাদের কাছে প্রায়শঃই অজানা থেকে যায়। কিন্তু বর্তমানে তথ্য অধিকার আইনের বলে এসব প্রশ্নের উত্তরও জানা সম্ভব। নিচে তথ্য অধিকার আইনের ভিত্তিতে এ ধরনের কিছু প্রশ্নের নমুনা দেওয়া হলো:

১. বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও ভুক্ত হতে কি কি শর্ত পূরণ করতে হয়? গত ২০০৯-২০১০ শিক্ষা বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে এমপিও ভুক্তির তালিকা কয়েকবার পরিবর্তন করা হয়েছে। এসব পরিবর্তনের কারণ কি? মন্ত্রণালয়ের পর্যায়ে এমপিওভুক্তির জন্য যেসব সভা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে তার কার্যবিবরণী দেখতে চাই।

২. কোন কোন খাতে বাংলাদেশ বৈদেশিক সহায়তা পেয়ে থাকে? গত ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কোন খাতে কত টাকা বৈদেশিক অনুদান পেয়েছিল এবং কোন খাতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে তার খাতওয়ারী হিসাব জানতে চাই।

৩. পাঁচ বছর পর পর ইউনিয়ন পরিষদ/সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও আমাদের ইউনিয়ন পরিষদ/সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন গত ৮ বছর যাবৎ হচ্ছে না। নির্বাচন না হওয়ার কারণ এবং এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কারা বিলম্ব বা অবহেলা করছে তা জানতে চাই ও কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে না তা জানতে চাই।

৪. কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার চেয়ারম্যান এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং সেফটিনেট কর্মসূচী নিয়ে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে কয়টি সভা করেছেন? এসব সভার স্থানীয় সংসদ সদস্য কতবার উপস্থিত ছিলেন তা এবং সভার কার্যবিবরণী জানতে চাই।

৫. বিচার-বহির্ভুত হত্যাকান্ডের ব্যাপারে সরকারের অবস্থান জানতে চাই। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের যেসব সভায় বিচার-বহির্ভুত হত্যাকান্ডের ব্যাপারে আলোচনা হয় তার কার্যবিবরণী দেখতে চাই।

৬. জাতীয় সংসদের গত শীতকালীন অধিবেশনে সরকারী ও বিরোধী দলের কোন সদস্য কতদিন সংসদ অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন তা জানতে চাই।

৭. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় একটা নির্বাহী আদেশ জারি হয়েছিল যে, কোন সরকারী কর্মচারী এলপিআর-এ যাবার এক বছর আগে থেকে তার কাগজপত্র প্রসেসিং-এর কাজ শুরম্ন হবে। আদেশটি বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না জানতে চাই।

৮. সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট বা নিম্ন আদালতে সরকারী মামলা পরিচালনার জন্য সরকারী আইনজীবিদের নির্দিষ্ট হারে ভাতা/সম্মানী প্রদান করা হয়। ব্যক্তিগত মামলা পরিচালনার কাজে আইনজীবিদের জন্য নির্দিষ্ট হারে ফি প্রদানের কোন সরকারী বিধান আছে কি? থাকলে আইনজীবিরা এই বিধান মেনে চলছে কি না এবং তার জন্য সরকারীভাবে তদারকির জন্য কোন কর্তৃপক্ষ আছে কি না সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

৯. বিচারপতিদের কি আয়কর প্রদান করতে হয় ? না করতে হলে এ ব্যাপারে সরকারী নীতিমালা জানতে চাই।

১০. সরকারীভাবে কিলোমিটার প্রতি বাসভাড়া ঠিক করে দেয়ার পরও বি আর টি সি বাসে প্রেসক্লাব থেকে বনানী এবং ফার্মগেট থেকে বনানী পর্যন্ত একই ভাড়া নেয়া হয় কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তা জানতে চাই?

এগুলো ছাড়াও এ খাতের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আরো নানা ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য বিষয় অনুযায়ী সংশিষ্ট কার্যালয়ে গিয়ে তথ্য অধিকার আইনের অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নাম ও ঠিকানাসহ জমা দিতে হয়। যদি অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে তা জানা না থাকে সেক্ষেত্রে কৃষি পরিসেবা অংশে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে লেখার জন্যে এই লেখার শেষে সংযুক্তি -১ দ্রষ্টব্য। সেখানে আবেদনপত্র, আপিল ও অভিযোগ পত্রের নমুনা দেয়া হল। মনে রাখতে হবে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য জানার জন্য অবশ্যই সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করতে হবে। প্রার্থিত তথ্য ২০ কিংবা ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে না পাওয়া গেলে উক্ত দপ্তরের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে আপীল করতে হবে। আপীল আবেদন করার ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য না পাওয়া গেলে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করতে হবে।

(আবেদন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে লেখার জন্যে এই লেখার শেষে সংযুক্তি -১ দ্রষ্টব্য। সেখানে আবেদনপত্র, আপীল ও অভিযোগ পত্রের নমুনা দেয়া হল।)